MUGBERIA GANGADHAR MAHAVIDYALAYA
P.O.—BHUPATINAGAR, Dist.—PURBA MEDINIPUR, PIN.—721425, WEST BENGAL, INDIA
NAAC Re-Accredited B+Level Govt. aided College
CPE (Under UGC XII Plan) & NCTE Approved Institutions
DBT Star College Scheme Award Recipient
E-mail : mugberia_college@rediffmail.com // www.mugberiagangadharmahavidyalaya.ac.in

Ref. No.—M.G.M. / / / Date.....
From—The Principal / Secretary,

DEPARTMENT OF MUSIC

Paper: CC 5 T: History of Indian Music(Theoretical). ***Prof. Pritam Katham.12.05.2022***

UNIT 1: Music during:

1. Indus valley civilization
2. Vedic period
3. Epics & Puranas

১. প্রাক্-বৈদিক যুগের সঙ্গীত / সিন্ধু সভ্যতায় সংগীত:

ভূমিকা :- বৈদিক সভ্যতাকেই আমরা ভারতের আদি সভ্যতা বলে জানতাম। কিন্তু ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের মন্টগোমারী জেলার অন্তর্গত হরপ্পা এবং সিন্ধু প্রদেশের লারকান জেলার অন্তর্গত মহেঞ্জোদাড়ো নামক স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে ঐ ধারণা বদলে যায়। জায়গা দুটিতে প্রাচীন সভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া যায় তা থেকে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, আর্যরা ভারতে আসার আগে ভারতবর্ষে উন্নততর সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। এই সভ্যতাই সিন্ধু সভ্যতা নামে পরিচিত।

Music Dept. MGM

সময়কাল :—

প্রাগৈতিহাসিক কাল বলতে আমরা ইতিহাস আরম্ভের পূর্বের শিকারী ও কৃষক সম্প্রদায়ের সময়কালকেই বুঝি; কিন্তু সেই সময়কাল যে কতদূর বিস্তৃত, সে সম্পর্কে এত মতপার্থক্য বিদ্যমান যে, এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আজ আর সম্ভব নয়। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের অনুমান প্রাক্-বৈদিক সভ্যতা বা সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ ঘটে খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ থেকে ২৫০০ অব্দের মধ্যে।

প্রাক্-বৈদিক সভ্যতা :-

সিন্ধু উপত্যকা (Indus Valley) ভারতীয় সভ্যতার যে আদি ভূমি সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। এই সিন্ধু উপত্যকাতেই সর্বপ্রথম হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো নগরদ্বয় স্থাপিত হয়েছিল। খননকার্যে ঐ অঞ্চলের ৩০৭ মাইলের মধ্যে এরূপ উচ্চ সভ্যতায় বিকশিত ও উন্নত আরও এক'শটি নগর আবিষ্কৃত হয়েছিল বলে জানা যায়।

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ :

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর স্যার জন মার্শালের তত্ত্বাবধানে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো খননকার্যের ফলে স্যার জন মার্শাল, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দয়ারাম সাহানী প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ গবেষণা করে সিন্ধুসভ্যতা যে প্রাক্-

বৈদিক সভ্যতা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ডাঃ লক্ষণ স্বরূপ প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন যে ঋগ্বৈদিক আর্যরাই সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসী ছিলেন এবং সিন্ধু সভ্যতার জনক হলেন তাঁরাই। আর্যরা প্রকৃতপক্ষে ভারতের বাইরে থেকে আসেনি।

সঙ্গীতের পরিচয়:—

বৈদিক যুগের আগেই ভারতবর্ষে সঙ্গীতের প্রসার ঘটেছিল। কারণ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো থেকে সঙ্গীত কলার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই নিদর্শনগুলির মধ্যেই সে যুগের সঙ্গীত ও নৃত্যকলার একটা সুসম্বদ্ধ রূপেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

সাঙ্গীতিক নিদর্শন :—

বিভিন্ন খননকার্যে প্রাপ্ত সাতটি ছিদ্রযুক্ত বাঁশী, মৃদঙ্গ, ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক তন্ত্রীযুক্ত বীণা, সীলমোহরে খোদাই করা নৃত্যের বিবরণ, চামড়ার তৈরী বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, ব্রোঞ্জের নৃত্যশীলা নারীমূর্তি প্রভৃতি থেকে গবেষকগণ নানাবিধ অভিমত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ তৎকালীন সঙ্গীতে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, খাদ্য, রোগ, পূজা, যুদ্ধ প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগের কথা বলেছেন। এমন কি সেই সঙ্গীতের প্রভাবে তারা নাকি নানা অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারতেন। খননকার্যে প্রাপ্ত বাদ্যযন্ত্রাদি পর্যালোচনা করে এ বিষয়ে অনেকেই এক মত যে, তৎকালীন সঙ্গীতে অন্ততপক্ষে চারটি স্বরের ব্যবহার ছিল। এছাড়া এই নিদর্শনগুলির মধ্য দিয়ে সে যুগের সঙ্গীত ও নৃত্যকলার একটা সুসম্বদ্ধ রূপেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

স্টুয়ার্ট পিগট্ :—

Music Dept. MGM

সিন্ধু সভ্যতার সাঙ্গীতিক নিদর্শন দিতে গিয়ে বহু ঐতিহাসিক নানাভাবে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। স্টুয়ার্ট পিগট্ তাঁর 'Pre-historic India' গ্রন্থে বলেছেন যে, নাচের সঙ্গে সে যুগে করতালের সহযোগ থাকত। এছাড়া নৃত্যের সঙ্গে মৃদঙ্গ, বেণু বা বাঁশী, তন্ত্রীযুক্ত বীণা, হার্প বা লায়ার জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের সহযোগ ছিল । সেগুলিতে সাতটি স্বর ধ্বনিত হত।

রায়বাহাদুর দীক্ষিত :-

রায়বাহাদুর দীক্ষিত তাঁর 'Pre-historic Civilisation of the Indus Vally' গ্রন্থে লিখেছেন এটা বেশ বুঝতে পারা যায় যে, নাচ গান ছাড়াও সিন্ধু সভ্যতার যুগে কণ্ঠ সঙ্গীতের অনুশীলন হত। তন্ত্রীযুক্ত বীণা, চামড়ার তৈরী মৃদঙ্গ জাতীয় বাদ্যযন্ত্র তো ছিলই- গান ও নাচের সঙ্গে তাল ও লয় রক্ষা করত ঐ বাদ্যযন্ত্রগুলি। ধ্বংসস্তূপ থেকে আবিস্কৃত একটি মূর্তির গলায় এক প্রকার মৃদঙ্গ ঝুলতে দেখা যায়। এছাড়া দুটি সীলমোহরে আধুনিক ধরণের মৃদঙ্গের নিদর্শন পাওয়া যায়। মৃদঙ্গের দু'দিকই চামড়া দিয়ে ঢাকা। এছাড়া বীণা জাতীয় এক ধরণের বাদ্যযন্ত্রেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

ডাঃ লক্ষ্মণ স্বরূপ:—

'The Rigveda and Mahenjodaro' শীর্ষক প্রবন্ধে ডাঃ লক্ষ্মণ স্বরূপ লিখেছেন যে, একটি সীলমোহরে স্পষ্টভাবে নৃত্যের ছবি খোদাই করা রয়েছে। একজন একটি মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে, আর সবাই সেই মৃদঙ্গ বাদ্যের তালে তালে নৃত্য

করছে। হরপ্পার একটি সীলমোহরে একটি বাঘের পাশে একটি নৃত্যশীলা নারীমূর্তি পাওয়া গেছে; আর একটিতে দেখা যাচ্ছে একজন পুরুষের গলায় একটি মৃদঙ্গ ঝোলানো।

নৃত্যশীলা নারী মূর্তিঃ-

রায়বাহাদুর দয়ারাম সাহানী একটি ব্রোঞ্জের নৃত্যশীলা নারীমূর্তি আবিষ্কার করেছেন। নগ্ন ঐ ব্রোঞ্জ মূর্তিটির হাতে বড় বড় অলঙ্কার দেখে স্যার জন মার্শাল এবং অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিকগণ নারীটিকে আদিবাসী শ্রেণীভুক্ত করেছেন। আরও কয়েকজন পণ্ডিত এই মত সমর্থন করে বলেছেন- "নৃত্যকলার বংশগত অধিকার ছিল অনুন্নত আদিবাসীদের। সুতরাং ঐ মূর্তি আদিবাসীর হওয়া সম্ভব।" উপরোক্ত মন্তব্যগুলি থেকে একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, সিন্ধু উপত্যকায় যে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল তার মধ্যে সেখানে গান, বাজনা ও নাচের মধ্যে একটি সুষ্ঠু সমন্বয় ছিল।

উপসংহার :—

পরিশেষে বলা যায় যে, সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত সঙ্গীত সাধনার নিদর্শন একটি সুসম্বদ্ধ সঙ্গীতকলার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সাতটি ছিদ্রযুক্ত বাঁশী যদি সত্যিই সুর ধ্বনিত করার প্রয়োজনে সৃষ্ট হয়ে থাকে, তবে সে যুগে উন্নত ধরণের সঙ্গীত চর্চা ছিল বলেই মনে করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সিন্ধু সভ্যতার যুগ থেকে ভরতীয় সঙ্গীতের ধারা অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হওয়ার কোন নজির নেই। সিন্ধু সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতার মধ্যবর্তী যুগের কোন সাঙ্গীতিক ইতিহাস না পাওয়ার জন্যই আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতের উৎস হিসাবে সামবেদকেই চিহ্নিত করতে হয়।

Music Dept. MGM

- **ভারতীয় সংগীতের ইতিকথা, প্রথম খন্ড ,ড. স্বপন নস্কর, পৃষ্ঠা-৪,৫,৬।**

২. বৈদিক যুগের ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা:

বৈদিক যুগের সময়কাল নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে। বৈদিক সভ্যতা গ্রামীণ সভ্যতা, তাই এর ধ্বংসাবশেষ ও বিশেষ পাওয়া যায় না। সুতরাং বেদ্ এবং বৈদিক সাহিত্যের গভীর অনুশীলন ব্যতীত এই যুগের সময়কাল নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বৈদিক সাহিত্য এবং পুরাণাদিতে বর্ণিত প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিবিদ্যার আধারে প্রাচ্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেছেন, ১ম পিতৃযুগে বা প্রায় ৬০০০ খৃঃ পূর্বাব্দে স্বয়ম্ভূব মনুর কাল থেকে বৈদিক সভ্যতার উন্মেষ। প্রথম বেদমন্ত্রের রচয়িতা ঋষি বৈবস্বত ৮ম পিতৃযুগের বা খৃঃ পূর্বাব্দ 8200 (প্রায়) সময়কার মানুষ ছিলেন। শেষ বেদমন্ত্র রচয়িতা ঋষি বেদবাস ২৮ পিতৃ যুগ বা খৃঃপূঃ ১৪০০ অব্দের লোক। তাহলে বেদিক যুগের ব্যাপ্তি ছিল খৃঃপূঃ প্রায় ৬০০০ অব্দ থেকে খৃঃপূঃ ১৪০০ অব্দ পর্যন্ত। এই বিশাল বৈদিক যুগকেও আবার গবেষকেরা তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন – আদি বৈদিক, মধ্য বৈদিক এবং অন্ত্য বৈদিক। ঋষি বৈবস্বতের পর থেকে যে অখন্ড বেদ্ রচিত হতে থাকে সেখানে সামগান রচিত হত কিনা বোঝা যাচ্ছে না, তবে যাগযজ্ঞ ছিল। কারণ বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে যাগযজ্ঞের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। আবার বৈদিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অর্থাৎ যাগযজ্ঞে সামগান ছিল অপরিহার্য। সুতরাং সামগানের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনুমান করা যায়।

পরবর্তীকালে বেদ যখন ত্রয়ী অর্থাৎ ঋক্ ,সাম ও যজুঃ – এই তিনভাগে বিভক্ত হয়, তখন সাম বেদে কিছু মন্ত্র সংকলিত হয় যা সুর সহযোগে গাওয়া হত। আমরা জানি, সামবেদের দুটি ভাগ রয়েছে – একটি ভাগে মন্ত্র, ঋক্ বা ঋচ্ এর সংকলন রয়েছে যার নাম 'আর্চিক' এবং আরেক অংশে স্বরাঙ্ক বা স্বরলিপিসহ ঐ মন্ত্র গুলিরই গেয় রূপ। সামবেদের গানের

অংশ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, সামগান পূর্বে উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত – এই তিন স্বরে গাওয়া হত। এদের নাম ছিল মূল-সাম বা প্রকৃতিসাম। এছাড়া ছিল প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয়, স্বরান্তর ও - এই পাঁচ স্বর ম, জ্ঞ,র, সা, ধ্ ,) এবং 'উচ্চারণ ভঙ্গীর তারতম্য হেতু প্রথম (ম) এবং মন্দ্র (ধ্) স্বরে যথাক্রমে 'ক্রুষ্ট' এবং 'অতিস্বার্য' প্রয়োগ হত। এই ধরণের সামগানকে বলা হত বিকৃতি সাম বা গ্রামে গেয়' গান। প্রয়োগ ভেদ অনুসারে গ্রামেগেয় গানের আরো তিনটি ভেদ ছিল। যথা- অরণ্যবাসীদের 'অরণ্য-গেয়' গান, রহস্যবিদ্-দের 'উহ' এবং 'উহ্য' গান। 'প্রকৃতি সাম' গানকে যদি আদি সামগান ধরা যায় (কারণ মাত্র ৩টি বৈদিক স্বর), তাহলে 'বিকৃতি-সাম' বা গ্রামে গেয় গানকে (কারণ ৫টি স্বর) পরবর্তীকালীন সামগান ভাবা যায়। বেদ যখন ঋষি বেদবাস কর্তৃক চার ভাগে বিভক্ত হয় (পূর্বোক্ত তিন বেদ্ এবং অথর্ব বেদ্), তখন দেখা দেখা যাচ্ছে , নানা জাতীয় বীনা, মৃদঙ্গ এবং গাথা, জাতিগান ইত্যাদি জন্মে গেছে।

বৈদিক যুগের অন্ত্যপর্বে অর্থাৎ আনুমানিক খৃঃপূঃ ২০০০- খৃঃপূঃ ১৪০০ অব্দের মধ্যে ব্রাহ্মণ, সূত্র, শিক্ষা এবং উপনিষদের যুগ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। বৈদিক যুগের আদি পর্বে দুন্দুভি নামক বাদ্যযন্ত্র ছাড়া আর কিছু থাকা সম্ভব নয়। কারণ, তখন গান সুসংবদ্ধ রূপ ধারণ করেনি। এরপর মধ্য বৈদিক যুগে অর্থাৎ খৃঃপূঃ ৪৫০০ থেকে খৃঃপূঃ ২০০০ অব্দের মধ্যে সামগান অনেকখানি উন্নত রূপ ধারণ করে। সেই সময়ে দুন্দুভি ছাড়াও সামগানের সঙ্গে প্রযোজ্য 'বান' নামক ধনুরাকৃতি বীনার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। তারপর অন্তঃবৈদিক যুগে বানের নানা সংস্করণ এবং তন্ত্রী সংখ্যার আধিক্য দেখা যায়। এই সময় আমরা ক্ষৌণী, গোধা, আঘাটিকা, শততন্ত্রী, কান্ডী, ঔদুম্বরী, কাত্যায়নী প্রভৃতি বীনার অস্তিত্ব পাই। দুদুভী ও দেব-দুন্দুভী, বনস্পতি, গর্গর, কর্করি ইত্যাদি বিচিত্ররূপে বিকশিত হয়। শততন্ত্রী বীনায় তিনটি মাত্র তন্ত্রী ছিল, যার মধ্যে একটি তন্ত্রী একটু বেশী মোটা। অর্থাৎ ৩৩,৩৩, ৩৪ গাছি সূক্ষ্ম স্নায়ুপাক দিয়ে তিনটি তন্ত্রী বা তার তৈরি হত।

Music Dept MGM

বৈদিকযুগে সাম গানের স্বরকে শ্রুতি ও বলা হত। গানের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার জন্য পদের অর্থ অনুসারে শব্দগুলিকে বৈদিক স্বর-সহ নানা উচ্চারণভঙ্গী দ্বারা ব্যক্ত করা হত। একে বলা হত 'স্বরশ্রুতি'। এর আবার পাঁচটি জাতি অর্থাৎ 'শ্রুতিজাতি' ছিল। যথা- দীপ্তা, আয়তা, মৃদু, মধ্যা ও করুনা। বৈদিক যুগের সংগীত সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশী কিছু জানা যায় না।

৩. পৌরাণিক যুগের সংগীতঃ-

প্রাচীন কথাকে পুরাণ বলে। পুরাণ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল পৌরাণিক বা প্রাচীন কথা । বিভিন্ন উপনিষদে পুরাণ শব্দটি নানাভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পুরাণের সংকলক হলেন ব্যাসদেব। প্রধান তথা প্রাচীন পুরাণের সংখ্যা আঠেরোটি। বৈদিক সাহিত্যে পুরাণ ইতিহাসে প্রায় সমার্থক রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। পুরাণগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। ভারত বর্ষের ধর্মের ইতিহাস আলোচনার জন্য পুরাণ অনিবার্য। এই পুরাণগুলিতে সংগীত সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে, মে সংগীতের ইতিহাস জানার জন্য তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বেদত্তর যুগের সময়কালকে পৌরাণিক যুগ বলা হয়। এযুগে একদিকে যেমন গান্ধর্বনাট্য সংগীত বিকশিত হয়েছিল তেমনি দেশী সংগীতেরও উদ্ভব হয়েছিল বিভিন্ন জায়গায়। প্রাচীন ১৮টি পুরাণে সংগীতের যে আলোচনা আছে তাতে তার অধিকাংশই গন্ধর্ব বা মার্গসংগীতের অন্তর্ভুক্ত। তথাপি কিছু কিছু লৌকিক গীতবাদ্য ও নৃত্যের বিক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, বৃহৎধর্মপুরাণ ও বায়ু পুরাণে সঙ্গীতের যে আলোচনা আছে সে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হ'ল –

মার্কন্ডেয় পুরাণে সংগীত

পুরাণগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন এই পুরাণ। মার্কণ্ডেয় ঋষির নামানুসারে এই পুরাণের নামকরণ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ৩৪ ও ৩৫ নং শ্লোকে নৃত্য ও নর্তকের গুণাগুণ সম্পর্কে সামান্য আলোচনা রয়েছে। দেবরাজ ইন্দের রাজসভায় ইন্দ্র নারদকে রম্ভা, উর্বশী, তিলোত্তমা, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাদের আদর্শ দিতে বলেছেন।

নৃত্যপ্রসঙ্গে নাট্যশাস্ত্রে যে সমস্ত অঙ্গ ভাব ও মুদ্রাদি প্রয়োগের কথা আছে সেগুলি অপ্সরারা অনুকরণ করে নৃত্য করতেন, তা উল্লেখ আছে। এই পুরাণের যুগে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমন্বয়ে সঙ্গীত যে পূর্ণরূপে বিকশিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ২৩নং অধ্যায়ে সংগীতের যে আলোচনা আছে তা একটি উপাখ্যানের সঙ্গে জড়িত। নাগরাজ অশ্বত্তর কঠোর তপস্যা করে বিষ্ণুর জিহ্বাসরূপিনী দেবী সরস্বতীকে তুষ্ট করেন। তখন দেবী তুষ্ট হয়ে বর দিতে চান। অশ্বত্তর বলেন দেবী যেন তাকে স্বরজ্ঞান প্রদান করেন। তখন দেবী সন্তুষ্ট হয়ে এই ব'লে বর প্রদান করলেন, "সপ্তস্বরঃ গ্রাম রাগাঃ সপ্ত পন্নগ সপ্তম"- অর্থাৎ, দেবী যে কথা বলে বরদান করেছেন সংগীতের আলোচনা প্রসঙ্গে তা যথেষ্ট প্রয়োজনীয়। দেবী বলেছেন, নাগরাজ তোমরা দুজনে সাতটি স্বর, গ্রামরাগ, সপ্তগীতি, সপ্তমূর্ছনা, ৪৯টি তান, তিনটি গ্রাম, চারপ্রকার অতোদ্য বিভিন্ন ধরণের বাদ্যযন্ত্র, তিন প্রকার জ্যোতি এবং তিনটি লয় ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করবে।

বাদ্য হিসেবে বেণু, বীণা, দর্দুর, পণব, পুষ্কর, মৃদঙ্গ, পটহ ও দেব-দুন্দুভীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুরোণের ২৩, ৬৮ ও ১০৬ নং শ্লোকে। এ যুগে নাট্যাভিনয়ের প্রচলন ছিল। তিলোত্তমা, মেনকা প্রমূখ অপ্সরাদের নৃত্যের কথা তো আছেই। এও জানা যায় যে, এযুগে বিবাহবাসরে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের প্রচলন ছিল।

Music Dept. MGM

বায়ুপুরাণে সংগীত

রামায়ণ, মহাভারত এবং হরিবংশের পর বায়ুপুরাণ লেখা হয়েছিল। কারণ – হরিবংশের কয়েক জায়গা থেকে বায়ুপুরাণের উদ্ধৃতি দেওয়া আছে। বায়ুপুরাণ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে লেখা হয়েছিল বলা যেতে পারে। বায়ুপুরাণের ৮৬ ও ৮৭ নং অধ্যায়ে সঙ্গীতের আলোচনা আছে। ৭টি স্বর, ৩টি গ্রাম, ২১টি মূর্ছনা, ৪৯ রকমের তান এবং এই সকলের সমষ্টিতে স্বরমন্ডলের আলোচনা আছে। এই পুরাণে শ্রুতিবিভাগেরও উল্লেখ আছে। গন্ধর্ব মধ্যমগ্রামে মূর্ছনাগুলির নাম বলা হয়েছে । কিন্তু শিক্ষাকার নারদ, ভরত, মকরন্দকার নারদ এবং সার্ঙ্গদেবকৃত নামের সঙ্গে তার বেশ কিছু প্রভেদ আছে। গান্ধার গ্রামের অগ্নিষ্টমিক, বাজপেয়িক প্রভৃতি মূর্ছণাগুলির নাম বৈদিক বলে মনে করা হয়। পৌরাণিক নামও ব্যবহার করা হয়েছে এবং বায়ুপুরাণে মূর্ছণাগুলির নামের সার্থকতা দেখানো হয়েছে। যেমন- হরিদেশে উৎপন্ন বলে হরিণাশ্বার (অধিদেবতা ইন্দ্র), মরুদেশ থেকে সৃষ্ট বলে শুদ্ধমধ্যমা (অধিদেবতা গন্ধর্ব) ইত্যাদি। ৮৭ তম অধ্যায়ের ৪৬ নং শ্লোকের অবতারণায় গীতালংকার, স্থান, বর্ণ, বর্ণালংকার, স্বরের মন্দ্র, মধ্য ও তার স্থান অনুসারে বিভাগ, তাল প্রভৃতির পরিচয় আছে। সেখানে ভরত ৩৩টি এবং সার্ঙ্গদেব ৬৩ টি অলংকারের উল্লেখ করেছেন। বায়ুপুরাণকার অলংকারের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন – নিজ নিজ গুণ বর্ণ ও পদ্ সমূহের যোগ বিশেষে অলংকার করে। পদ্ ও বাক্যের দ্বারা সংযুক্ত হলে অলংকার অভিব্যক্ত হয়। বর্ণ সম্পর্কে পুরাণকার বলেছেন – প্রকৃতিগত ১২টি বর্ণ এবং দেবতাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী বর্ণ ১৬টি – এদের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি রাগ সম্বন্ধে কিছু বলেননি। বহির্গীতের সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন এভাবে- যথাযথভাবে স্বরগুলি আলাপে ব্যবহৃত হলে তাকে গীত বলে এবং নির্দিষ্ট স্বর ছাড়া অন্য স্বরে লীলায়িত হলে তাঁকে বহির্গীত বলে। এই সংজ্ঞা নাট্যশাস্ত্রের ভরতকৃত সংজ্ঞার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বায়ুপুরাণে বর্ণিত মুদ্রকগীতির বর্ণনাও নাট্যশাস্ত্র থেকে আলাদা।

বৃহৎধর্মপুরাণে সংগীত

অধিকাংশ পন্ডিতদের মতে পুরাণগুলি গুপ্তযুগে রচিত হয়েছে। কিন্তু, "রাগিণ্যশ্চৈব রাগশ্চ" শব্দের উল্লেখ থাকায় এটি ষোড়শ বা সপ্তদশ শতকে রচিত বলে মনে করা হয়। বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গই 'রাগ' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা করেন। স্ত্রী-পুরুষ বিচার ভেদে রাগ-রাগিণীদের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পর। তাই সকল পন্ডিতগণ মোটামুটিভাবে একমত যে বৃহৎধর্মপুরাণটি অনেক পরে রচিত এবং আধুনিক।

এই পুরাণের মতে রাগসংখ্যা ৬ টি। কামোদ, বসন্ত, মল্লার, বিভাস, গান্ধার ও দীপক। প্রত্যেকের ৬টি করে রাগিণী আছে : যেমন- কামোদ রাগের রাগিনী- ময়ূরী, তটিকা, গৌরী, বরারী, বিলোলিকা ও ধনাশ্রী। রাগের পরিচারিকা ও কিন্নরদেরও পরিচয় দেওয়া আছে। এই পুরাণে সাতটি স্বরের আরোহন – অবরোইন ক্রমে ৫ কোটি ৫ লক্ষ ৯ হাজার রাগ-রাগিণীর সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে।

বৃহৎধর্মপুরাণে নারদের গানে রাগ-রাগিনীরা বিকলাঙ্গ হয়েছিল এমন একটি আখ্যান আছে। রাগ- রাগিণীদের উপর নারদের অবিচার দেখে দেবী সরস্বতী নাকি লজ্জার বস্ত্রাঞ্চলে মুখমণ্ডল আবৃত করে হাসছিলেন। নারায়নের কৃপায় রাগ-রাগিণীরা মুক্তিলাভ করেছিলেন। এখানে সংগীতের মহিমা বর্ণনার ছলে মহাদেবের পানে তাকিয়ে নারায়ণ মুগ্ধ হয়েছিলেন সে কথারও উল্লেখ আছে।

এই পুরাগে রাগরাগিণীর ধ্যানের ও পরিচয় আছে। যদিও তার সংখ্যা মাত্র দুটি — গান্ধারী ও শ্রী। সোমনাথের 'রাগবিবোধ' গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে রাগের ধ্যান রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুরাণের চতুর্দশ অধ্যায়ের ১৫ নং শ্লোকে নারদ সঙ্গীত ও বিষ্ণুকে অভিন্নরূপে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, দুটিই ব্রহ্মের স্বরূপ। সেখানে উল্লেখ আছে – "গানঞ্চব্রহ্ম"। এই পুরাণে প্রত্যক্ষভাবে সঙ্গীত শব্দটির উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে সঙ্গীতের স্বরূপ হবে সুমিষ্ট স্বর ও শাস্ত্রে বর্ণিত বিদ্ধি-নিষেধের জ্ঞানসম্পন্ন। অভিজাত সঙ্গীতকে অনুশীলন করতে হ'লে স্বর প্রয়োগের কৌশল ও মনোহারিত্ব জানা উচিৎ। ব্যাকরণগত অভিজ্ঞতা থাকাও প্রয়োজন। অন্যথায় সেই মার্গসংগীত হবে দেশী পর্যায়ভুক্ত। ওই পুরাণে আরো বলা হয়েছে, সংগীতের ভাষা পদগত অর্থ প্রকাশ করে। সেই পদে যদি স্বর সন্নিবেশিত হয়, তাহলে সে সমস্ত প্রাণীর মনোরঞ্জন করে এবং রস সৃষ্টি করে। 'রস সাক্ষাৎ কালী' শব্দটি থেকে "বোঝা যায়, এই পুরাণকার শান্ত, দাস্য প্রভৃতি নয়টি রসকে স্বীকার করেছেন। বৃহৎধর্মেপুরাণে আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী এই তিন বর্ণের উল্লেখ আছে। 'সঙ্গীত রত্নাকর'-এ যেমন তন্ত্র ও যোগশাস্ত্রের অবতারণা করে স্বরের মূলকেন্দ্র, নাদের পরিচয় দেওয়া আছে। বৃহৎধর্মপুরাণেও সেইরূপ আলোচনা দেখা যায়। এই পুরাণকার ৬৬টি শ্রুতির উল্লেখ করেছেন এবং ৭ টি শুদ্ধ স্বর ছাড়া কোনো বিকৃত স্বরের পরিচয় দেননি।

Music Dept. MGM

Prof. Pritam Katham. 12.05.2022